

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনির সংজ্ঞা নির্ণয় করে উভয় প্রকার ধ্বনির পার্থক্য আলোচনা কর।

ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (Word - কে) বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো ধ্বনি পাই।

স্বরধ্বনি

যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ - ও পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাকে আশ্রয় করে অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি (Vowel Sound) বলে। যেমন, “আ, অ্যা, এ, ও”।

ব্যঞ্জন ধ্বনি

যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না, এবং সাধারণত: যে ধ্বনি অপরধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে (Consonant Sound) বলে; যেমন, “ক্, চ্, ড্, শ্” ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করে প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ করতে হলে, স্বরধ্বনির আশ্রয় লইতে হয়; যেমন, “ক” (=ক্+অ), “কা” (ক্+আ), “অক্,” “কি” (ক্+ই), “চি” (চ্+ই), “এচ্,” “আড্,” “ইশ্” ইত্যাদি।

বর্ণ

১. বর্ণ হচ্ছে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন।
২. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীককে বর্ণ বলা হয়।
৩. লিখন-কার্যে যে-সমস্ত চিহ্ন-দ্বারা এই-সকল ধ্বনির নির্দেশ করা হয়, সেগুলিকে বর্ণ (Letter) বলে; যেমন, “অ, ই, ক, শ, ল” ইত্যাদি। স্বরধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে স্বর-বর্ণ (Vowel Letter) ও ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে ব্যঞ্জন বর্ণ (Consonant Letter) বলে।

বর্ণমালা

কোনো ভাষা লিখিতে যে-সকল ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলে।

ধ্বনির প্রধান দুটি ভাগ – স্বর (Vowel) ও ব্যঞ্জন (Consonant)।

ধ্বনির উৎপাদনের দিক থেকে যে কোনো ভাষার যাবতীয় অর্থবোধক বাগধ্বনি প্রথমত এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির অন্তর্নিহিত শ্রুতিবাচক ব্যঞ্জন্যর বিশ্লেষণে এ রকম শ্রেণি করণের শৃঙ্খলা স্বীকার্য।

১. স্বরধ্বনি

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে আবহমান কাল ধরে স্বরধ্বনির সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “যে ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে, তাকেই স্বরধ্বনি বলা হয়। ধ্বনির ব্যবহারগত দিকের বিচারে এ ধরনের সংজ্ঞা একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। তবে একথা সত্য এতে স্বরধ্বনির গঠনগত দিকের পরিচয় মেলে না। স্বরধ্বনির গঠন গত মৌল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রিটিশ ধ্বনি বিজ্ঞানী ডেনিয়েল জোন্স প্রদত্ত এই সংজ্ঞায়–

“A Vowel (in normal speech) is defined as voiced sound, informing which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no clostruction and no narrowing such as would cause audible friction.”

স্বরধ্বনি হচ্ছে এমন একটি ঘোষধ্বনি যার গঠনকালে (ফুসফুস থেকে আগত) বায়ু গলকক্ষ ও মুখের কোথাও বাধা প্রাপ্ত না হয়ে এবং কোনো প্রত্যঙ্গ শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে সরাসরি বেরিয়ে যায়।

২. ব্যঞ্জন ধ্বনি

অন্য দিকে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে আবহমান কাল ধরে ব্যঞ্জন ধ্বনির সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “যে ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাকেই ব্যঞ্জন ধ্বনি বলা হয়।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ব্যঞ্জন ধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, “স্বভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুসফুস নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোটে) বাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যে সব ধ্বনি উদ্গত হয় সে গুলোই ব্যঞ্জন ধ্বনি।”

আসলে ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে এমন এক ধ্বনি যার গঠনকালে বায়ু অবোধে নিষ্কাশিত হয় না; গলনালী বা মুখ ঠোটার কোন না কোন স্থলে বাধা পায়, শ্রুতিগোচর চাপা খায়।

স্বরধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য শ্রুতির দিক থেকে (Acoustics) যতোখানি, খামখেয়ালীবশত: স্বর (arbitrary) ততোখানি নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির এই পার্থক্য তাদের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় বলে তা অনুধাবনের সজাগ ও সচেতন শ্রুতির উপর বেশি নির্ভরশীল।

বাক-প্রবাহের বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণে দেখা যায়, কোনো ধ্বনি বেশি ব্যঞ্জন লাভ করে। তুলনামূলক ভাবে দেখা যায়, ব্যঞ্জন ধ্বনি অপেক্ষা স্বরধ্বনিগুলো অধিক ব্যঞ্জনাময় এবং দ্যোতনা সৃষ্টিকারক। আরও ভালো করে লক্ষ করে দেখতে পাই ব্যঞ্জনধ্বনি গুলোর মধ্যে এমন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন ক ও গ কিংবা খ ও ঘ; এ সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে দ্যোতনার দিক দিয়ে ঘোষ ও অঘোষের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তাই ধ্বনির বিচার বিশ্লেষণে যেহেতু বাক-প্রবাহ আমাদের প্রধান অবলম্বন সেখানে এই পার্থক্য বেশ খানিকটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তবু ধ্বনির ব্যাপারে বিশ্লিষ্টভাবে ধ্বনি উচ্চারণের স্বাভাবিকত্বটাই বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত, কেননা একথা সত্য যে, বাক্যের ভেতরের ধ্বনি তরঙ্গের মধ্যে যে কোনো ধ্বনিই যে কোনো ধ্বনির চেয়ে বেশি অনুসরণ হতে পারে।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ কালে জিভের স্থান, জিভের উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোটার অবস্থান—এই তিনটি মাপকাঠির ভিত্তিতে স্বরধ্বনির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যঞ্জনধ্বনি বিশ্লেষণের ও তেমনি বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া রয়েছে। যার সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ। একটি ধ্বনি থেকে অন্য একটি ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় এবং একেকটি ধ্বনিকে চিহ্নিত করা যায়। ফলে উচ্চারণের স্থান, উচ্চারণ রীতি তথা বায়ু পথের অবস্থা, কোমল তালুর অবস্থা, স্বরযন্ত্রের অবস্থা ইত্যাদি নানাবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করা হয়।